যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২৩১

১/ বিবিধ

আরবী

كلوالبلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رآه غضب وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق

موضوع

رواه ابن ماجه (1 / 317) والعقيلي في " الضعفاء " (467) وابن عدي (364 / 2) وابن حبان في " الضعفاء " (3 / 120) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 134) والحاكم في " المستدرك " (4 / 21) وفي " معرفة علوم الحديث " (ص 100 ـ 101) والبيهقي في " الآداب " (318 / 667) وأبو الحسن الحمامي في " الفوائد المنتقاة " (9 / 207 / 2) والخطيب في " تاريخه " (5 / 353) وهبة الله الطبري في " الفوائد " (1 / 134 / 2) واستغربه عن أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا، وقال ابن عدي والحاكم في " المعرفة " والبيهقي والحمامي والخطيب: تفرد به أبو زكير، والحاكم مع تساهله المعروف لم يصححه في " المستدرك " وقال الذهبي في " الميزان "

هذا حديث منكر، وكذا قال في تلخيص " المستدرك " وزاد

ولم يصححه المؤلف

قال السندي: وفي " الزوائد ": في إسناده أبو زكير في الأصل زكريا وهو تصحيف يحيى بن محمد ضعفه ابن معين وغيره، وقال ابن عدي: أحاديثه مستقيمة سوى أربعة أحاديث

قلت: وقد عد هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث، وقال النسائي: إنه حديث منكر
قلت: وقد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (3 / 26) وقال: قال الدارقطني: تفرد به أبو زكير عن هشام قال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، قال ابن حبان: وهو يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد فلا يحتج به، روى هذا الحديث ولا أصل له، قال ابن الجوزي: هذا قدح ابن حبان في أبي زكير وقد أخرج عنه مسلم في " الصحيح " ولعل الزلل من قبل محمد بن شداد المسمعي (يعني أحد رواته) عن أبي زكير قال الدارقطني: لا يكتب حديثه، وتابعه نعيم بن حماد عن أبي زكير، ونعيم ليس بثقة
وأقره السيوطي في " اللآلىء " (2 / 243) على وضعه لكنه تعقبه في محاولته تبرئة أبي زكير من عهدة الحديث فإنه ذكر له طرقا أخرى عن أبي زكير، تحمل الباحث على أن يحصر التهمة في أبي زكير، وهو الصواب، وبه أعل الأئمة هذا الحديث والله أعلم
ومسلم إنما أخرج له في " المتابعات "، كما في " التهذيب "، وقال في " التقريب ": صدوق يخطيء كثيرا
ومع اعتراف السيوطي بوضعه فإنه أورده في " الجامع الصغير " من رواية النسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة
هذا وقد عزاه للنسائي ابن القيم أيضا في " زاد المعاد " (3 / 211) فالظاهر أنه في سننه الكبرى وهو في الوليمة منه، كما في " تحفة الأشراف " (12 / 224) وقال النسائي: هذا منكر
كما تقدم عن " الزوائد "، ثم إن ابن القيم سكت عن هذا الحديث فكأنه لم يستحضر علته فكان عمله هذا من جملة الدواعي على تحرير القول فيه

বাংলা

২৩১। তোমরা শুকনা খেজুরের সাথে কাঁচা খেজুর খাও। কারণ শয়তান যখন তাঁকে দেখে তখন ক্রোধান্বিত হয় এবং বলেঃ আদম সন্তান জীবন ধারন করে এমনকি নতুনকে পুরাতনের সাথে মিলিয়ে আহার করে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ (১/৩১৭), উকায়লী "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে (৪৬৭), ইবনু আদী (২/৩৬৪), ইবনু হিব্বান “আয-যুয়াফা” গ্রন্থে (৩/১২০) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবু নু’য়াইম, হাকিম, বাইহাকী, আবুল হাসান, হুমামী, খাতীব বাগদাদী এবং হেবাতুল্লাহ আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদে আবু যাকীর ইয়াহইয়া ইবনু মুহাম্মাদ নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আদী, হাকিম, বাইহাকী, হুমামী ও খাতীব বলেনঃ আবু যাকীর এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম শিথিলতা প্রদর্শনকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেননি। যাহাবী “আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেনঃ এটি মুনকার হাদীস। নাসাঈ বলেনঃ হাদীসটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযুআত” গ্রন্থে (৩/২৬) উল্লেখ করে বলেছেনঃ দারাকুতনী বলেনঃ আবু যাকীর হিশাম হতে এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেনঃ তার অনুকরণ করা যায় না এবং এ হাদীসটিতে ছাড়া তাকে চেনা যায় না। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি সনদগুলো উলট পালট করে ফেলতেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে মুরসালকে মারফূ’ করে ফেলতেন। তাকে হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন অথচ তার কোন ভিত্তি নেই।

সুয়ূতীও “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৪৩) হাদীসটি যে জাল তা স্বীকার করেছেন ইমাম মুসলিম আবু যাকীর হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তার থেকে মুতাবায়াতের ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে “আত-তাহযীব” গ্রন্থে এসেছে। "আত-তাকরীব" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ তিনি সত্যবাদী, কিন্তু বহু ভুল করতেন। সুয়ূতী এটিকে জাল হিসাবে স্বীকার করার পরেও “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5491

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন